R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৫১ শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে বৈশাখ, ১৪১৮।
১১ই মে ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

সুষ্ঠু ভোট গণনার ক্ষেত্রে সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা : কড়া নিরাপত্তার সঙ্গে ১৩ মে ২০১১ জঙ্গিপুর মহকুমার ৬টি বিধানসভার ভোট গণনা একই সঙ্গে শুরু হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল বিল্ডিং এ। সেখানে প্রত্যেকটা বিধানসভার জন্য ১২টা করে টেবিল থাকছে। এছাড়া পোষ্টাল ভোট ও মোট ভোট পর্যবেক্ষণের জন্য দুটি পৃথক টেবিল থাকবে। প্রত্যেকটা টেবিলে দু'জন কর্মী ছাড়া মাইক্রো অবজারভার নিযুক্ত থাকবেন। এছাড়া গণনার দিন ছ'টি কেন্দ্রের জন্য ছ'জন অবজারভার থাকছেন। আরও জানা যায়, গত লোকসভা নির্বাচনে গণনার ক্ষেত্রে ১৬টি করে টেবিল চালু ছিল। এবার সেখানে ১২টা এবং ভোটারও আগের থেকে বেড়েছে। সে কারণে গণনার রাউণ্ডও বাড়বে। বেলা ২ টো থেকে ২.৩০ টার আগে গণনা শেষ করা যাবে না বলে অভিজ্ঞ কর্মীদের ধারণা। এই পরিস্থিতিতে নিযুক্ত কর্মীদের টিফিন দেয়া হবে ফলাফল ঘোষণার পর। এছাড়া এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী বা আধা সামরিক বাহিনীর টহল সব কিছু আগের মতোই চালু থাকবে।

মিড-ডে মিল নিয়ে স্কুলগুলোর জোচ্চুরি বন্ধে কড়া ফতোয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : মিড-ডে মিল নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নানা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। কোন কোন স্কুলে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয় না, আবার কোথাও রান্নার মান এত নিম্ন যে স্কুল পড়ুয়ারা তা খেতে চায় না। এই ধরনের দুর্নীতি অনেকদিন ধরেই চলছে। সম্প্রতি সর্বশিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা ছোটেন ডি লামা নির্দেশ জারী করেছেন, যে সব স্কুল পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল চালু রাখবে না, তাদের সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতাভুক্ত যাবতীয় আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে। বর্তমানে রাজ্যের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত স্কুল অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, স্কুল বিল্ডিং মেরামত, শৌচাগার এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশিক্ষা মিশনের লক্ষ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পায়। এমনকি পড়ুয়াদের পাঠ্য পুস্তক, পোষাক, (শেষের পাতায়)

ল্যাবরেটরী এটেনডেন্ট নিয়োগে দীর্ঘ গড়িমসি কিসের জন্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে গ্রুপ ডি ল্যাবরেটরী এটেনডেন্ট নিয়োগে দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে জুলাই ২০০৯ শূন্যপদ পূরণের জন্য ইন্টারভিউ নেয়া হয় লিখিত ও মৌখিক। ৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ঐ স্কুলে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর অস্থায়ী কর্মী সুনীত ভারতীও ছিলেন। মানবিক তাগিদে আজও তাকে ঐ পদে স্থায়ী করা হয় নি বলে অভিযোগ। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির এক সদস্য মন্তব্য করেন – ছেলেটি দীর্ঘ ২৫ বছর কাজ করা সত্ত্বেও তার পদ স্থায়ী হচ্ছে না, অথচ ২৪০ দিন নিয়মিত কাজ করলে তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা সরকারী আইনে পড়ে। রাজনীতির চাপান উতরে ওটি আজও স্থগিত হয়ে আছে। অন্যদিকে খবর, ঐ স্কুলের এক কর্মী ও স্থানীয় রাজনীতির আড়কাঠিরা মোটা টাকার বিনিময়ে অন্য কাউকে নিয়োগের চেষ্টা চালাচ্ছে।

গ্রামে শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের রাজানগর গ্রামের বাদল দাসের নাবালিকা মেয়ে রাজেশ্বরীকে নিয়ে গত ৬ মে '১১ পালিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম উলিপুরের জনৈক নাবালক যুবক রহমৎ সেখ। এর মধ্যে উলিপুরের একদল লোক রাজানগরে চড়াও হয়ে দুটি দোকান ভাঙচুর করলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয় বলে খবর। জঙ্গিপুরের এস.ডি.পি.ও. বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে একাধিকবার রাজানগর গ্রামে আসেন। সেখানে পুলিশ ক্যাম্পও বসে। বর্তমানে দু'জনই পুলিশ হেফাজতে। এলাকার শান্তি বজায় রাখতে গ্রামে কিছুদিন পুলিশ ক্যাম্প রাখার প্রয়োজন বোধ করছেন এলাকার মানুষ। হামলাকারীদের কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ-ধৃতদের কোর্টে না পাঠিয়ে মীমাংসার সূত্র খুঁজছে (শেষের পাতায়)

অভিজ্ঞ গাইনি এখন পোষ্টমর্টেমের দায়িত্বে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালে চারজন মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগের কোটা থাকলেও বর্তমানে এখানে আটজন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। এরপরও রোগীরা ঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছেন না বা জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ চললেও এর কোন প্রতিবিধান হচ্ছে না। আরো খবর – এই হাসপাতালের অভিজ্ঞ গাইনি ডাঃ সমর সরকার এক সময় অনেক জটিল কেসের সমাধান করলেও বর্তমানে ঐসব দায়িত্ব এড়িয়ে তিনি পোষ্টমর্টেমের দায়িত্ব পালন করছেন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

267882

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে বৈশাখ বুধবার, ১৪১৮

সাপ্তাহিক সাহিত্য

[শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) ১৩৩৭ সালে জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় 'সাপ্তাহিক সাহিত্য' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল আগের লেখার সঙ্গে বর্তমানে ব্যাপক সামঞ্জস্য আছে। লেখাটির অংশবিশেষ প্রকাশ করা হল।]

বর্তমান সাহিত্য জিনিষটা যে কি তাহা বুঝিলাম না। বিশেষতঃ বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখপত্রগুলি দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমাদের মত অসাহিত্যিকের পক্ষে বিড়ম্বনা। এক একখানি মাসিকে ভাষার অনেক প্রকার কেরামতি উঠিয়াছে। ভাবের নানাপ্রকার বিস্ফোরক তৈয়ারী হইয়াছে। ছবির কথা -- তাহা না বলিলেও চলে। সে একদিন ছিল যখন সাহিত্যে সমাজ উঠিত বসিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কবিকঙ্কনের চণ্ডী, নীলকণ্ঠ, দাশু রায়, নিধুবাবু, মধু কানা, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় ও গানে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আজ নাই। ইঁহাদের অনেক কাল পরে আসিলেন বিদ্যাসাগর। পুরাতন মালঞ্চে বেল-জুই-চামেলী, জবা-চম্পক-করবীর সঙ্গে তিনি রোপণ করিলেন বিদেশী ফুলের চারাগাছ। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি তাহাতে জলসেচন করিলেন, ফুল ফুটাইলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের সৃষ্ট মালঞ্চে কীট প্রবেশ করিল। স্বদেশী কীটের উৎপাতেই লোকে অতিষ্ঠ, ইহার উপর আসিল বিদেশী কীট, ইহার আমদানী করিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিলাতী প্রেমের কীটে বাঙ্গালা সাহিত্য ভরিয়া গেল। যাহা বাকী ছিল তাহার পূরণ করিলেন শরৎচন্দ্র। ভারতী ইহা দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

বর্তমান সাহিত্য রিরংসা বা প্রেমকীটময়। সাহিত্য অর্থে যদি কামকে রঞ্জিত করাই বুঝায়, দিকে দিকে রিরংসার আবহাওয়ার সৃষ্টিই বুঝায়, তবে সে সাহিত্য জাহান্নমে যাউক। অনুরাগ বা লভ্ (LOVE) – গুপ্ত প্রণয়কে পবিত্রতার আবরণ দিবার চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যে খুবই হইতেছে। নায়িকাকে ভালবাসিয়া কি কি করিলাম তাহার জন্য অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্ট হয়। ভালবাসিতাম এখন সে বহু দূরে ; তাহার গমনকালে কোন্ কোন্ অঙ্গ সঞ্চালিত হইত তাহার বর্ণনায় মানুষের এমন একটি প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা হয়, যাহা সাহিত্যের পবিত্র কর্তব্যের গণ্ডীর বাহিরে।

আজকাল ছবিগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যদি ছবির অঙ্গ বিশেষে আর্ট ফুটিয়া উঠিল ত কথাই নাই। মডার্ণ মাসিকে প্রথমে যিনি ছবির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি এতদূর হইবে– ভাবিয়াছিলেন ? এই ছবিগুলি যদি সাহিত্যের অঙ্গ– তবে কাহাদের জন্য ঐগুলি অঙ্কিত হয় ? যদি অঙ্গ নয়, তবে তাহারা প্যারিস পিকচারের এল্বাম সৃষ্ট করুক। সাহিত্যের অঙ্গে ভর করিয়া এরূপ বীভৎসতা ছড়াইবার প্রয়োজন কি ?

মাসিকে সাহিত্য চলিতেছে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া। ইহা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে সাহিত্য মরিতে বসিয়াছে। লেখকেরা প্রায় সকলেই নাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত। আর এক দোষ মাসিকের সম্পাদকগণের। তাঁহারা কেহই নিজ নিজ পত্রিকায় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

সাহিত্যের ভাষা এখন কথার মত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সাহিত্যের ভাষা বুকের ব্যথার মত। পুর-লক্ষ্মীদের তাহা হিষ্টিরিয়া; প্রবীণদের তাহা শ্বাসকাস। কথায় সাহিত্য কতটুকু আত্মপ্রকাশ করে ? কয়শত কথা প্রত্যেক মানুষে ব্যবহার করিতে পারে – খুব সীমাবদ্ধ সাধারণ কথা যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং বড় ভাব বুঝাইয়াতে হইলে কথা আপনি জড়াইয়া আসে। যেরূপ "মলয়জ শীতল" এ কথাটি চল্‌তি কথায় কিরূপ হইবে ? হয়ত বলিবে 'মলয় যে শীতলতাকে জন্ম দিয়েচে তারই চরশচয়।' কিংবা অন্য কিছু ; 'হয়ত বা এমন কিছু দিয়া বুঝাইবে আমরা তা কল্পনাও করিতে পারিব না। এইরূপ চল্‌তি কথায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ভাষাকে বড় করা ? একই বঙ্গভাষা, তাহাতে আবার চল্‌তি কথার সাহিত্য আমদানি করিয়া দলাদলি বাঁধিল কেন ?

সাহিত্যের মুখপত্রগুলির দাম একটু কমাইলে এবং স্বাস্থ্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিলে সমাজের এবং সাহিত্যের উন্নতি হয়। আর একটি বিষয় আছে, সেদিকে সাহিত্যিকগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাহার নাম সাপ্তাহিক সাহিত্য।

সাপ্তাহিক সাহিত্য, আমাদের আর একটি অবলম্বন যাহাতে ভর করিয়া সাহিত্য প্রভাবশালী হইতে পারে।

মাসিক অপেক্ষা সাপ্তাহিক অনেক বেশ স্থায়ী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। নিজের সাহিত্য, নিজের ভাষা, যাহা না হইলে মনের কথা বলিতে পারি না, প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারি না, ব্যথা পাইলে কাঁদিতে পারি না, তাহাকে ভাল করিয়া সাজাইতে কাহার না সাধ হয় ? কে ভাল করিয়া হাসিতে চাহে না ? জগতে কে শোকাতুর – ভাল করিয়া কাঁদিতে চাহে না ?

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করুক। বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষপুটেই নিজেকে বসাইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি করিতে থাকুক।

'জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে...'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার কাছে জীবন এক অন্তহীন জিজ্ঞাসা। পাশ্চাত্য দর্শনে জীবন জিজ্ঞাসাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা অথবা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতাই যেন বেশী। কিন্তু প্রাচ্যের দর্শনে মর্ত্যের মানুষকে জগৎ এবং জীবনের বাস্তব পটভূমিকায় স্থান দিয়েছে। তার অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং মনুষ্যত্বের সংগ্রামকে সমানভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মানুষের সংগ্রামী জীবনকে – জীবনযন্ত্রণাকে স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা দিয়েছে। এই জীবনযন্ত্রণা থেকেই ভারতীয় দর্শন-জিজ্ঞাসার উৎপত্তি। এই সব জিজ্ঞাসাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বন্ধনের অন্ধকার থেকে মুক্তির অমৃত আলোর দিকে। তাই বুদ্ধিদীপ্ত জীবনবোধ থেকেই জন্ম দর্শনের। জীবনপ্রেমিক মানুষ মাত্রই দার্শনিক। এই দার্শনিকতা মনুষ্যত্বের গৌরব। যে মানুষ জন্মমৃত্যুর বেড়া ভেঙে জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি জানতে চায়, পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে চায় – সেই ক্রমশঃ অন্যায়-অবিচার সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত দার্শনিক হয়ে ওঠে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (আমাদের দাদাঠাকুর) একজন প্রকৃত দার্শনিক। জীবনযন্ত্রণাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। সুখ-দুঃখে যিনি নিস্পৃহ বা উদাসীন দার্শনিক বিচারে তিনি 'ষ্টোয়িক' (Stoic) দার্শনিক মতবাদ হিসাবে যার নাম 'স্টোয়িসিজম' (Stoicism). চিতার উপর পুত্রের শবদেহ। শ্মশানে বসে শোকাতুর পিতার কণ্ঠে গান ঃ

'দুঃখ দিয়ে বুক ভাঙবে তুমি –
তাই ভেবেছ ভগবান।
আমি মার খাবো তাও কাঁদবো নাকো
পরান খুলে গাইবো গান।'

জীবনকে কেন্দ্র করেই তো দর্শন। জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে গাঁড়ছড়া বেঁধে দর্শনের রস এগিয়ে চলে। এই সহনশীলতা যে মানুষের আছে তিনিই তো দার্শনিক। জীবনকে সহজভাবে নেয়ায় দার্শনিকের ধর্ম বা কাজ। এই জীবনপুরের পথিককে একবার কুচবিহারের মহারাজা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দাদাঠাকুর বলেছিলেন ঃ 'আমার নিজের রাজধানী ছেড়ে বেশি দিন বাইরে অনুপস্থিত থাকার উপায় নাই। ..... তা ছাড়া আপনার এখানে রোজ যেমন দেবপূজা হয়ে থাকে, আমার রাজধানীর ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরকম। সেখানে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ এসে নাচেন, তাঁদের নাচ স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারি না।

লক্ষ্মীনারায়ণের সেই দ্বৈত নৃত্যের এক অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। 'আমার লক্ষ্মী হচ্ছেন চাল আর নারায়ণ হচ্ছেন জল ; উনুনে অগ্নিদেবের বাজনার তালে তালে তাদের সিদ্ধ করা হয়, উনুনের নাচ আননে এসে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করে।' কী সহজ ব্যাখ্যা। সাধারণ জ্ঞান – বিজ্ঞান ও দর্শনের কী অপূর্ব মেলবন্ধন। তাই তো তিনি জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে দর্শনের বৃত্তে নিজেকে আলোকিত করেছেন। দর্শনের সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা, উদারতা, ঐক্যবোধ, মূলবোধ ও নৈতিকতা তাঁকে এক পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শিল্পীরা মানুষের কথা বলুন

সাধন দাস

কবি সাহিত্যিক নাট্যকার অভিনেতা বা সঙ্গীতশিল্পীরা রাজনৈতিক সংকটে বিবেকের ভূমিকায় থাকবেন, নাকি কোনও একটি পক্ষ অবলম্বন করবেন, এই নিয়ে (পরের পাতায়)

আজব রাজ্যের তাজ্জব বিধানসভা

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

আর কয়েকদিন পরেই বিধানসভার ফলাফল জানা যাবে। অবধারিতভাবে ১৩ই মের সন্ধ্যায় আকাশবাতাস মুখরিত হবে সবচেয়ে যে শ্লোগানে তা হলো – হায় হায় এ কি হলো ? .... কোথায় গেল ? ঐ ডট্ ডট্ এর জায়গায় হয় হবে "বুদ্ধদাদা" না হয় হবে "মমতাদিদি"। আবির উড়বে হয় সবুজ না হয় লাল। আরো কিছু তথ্য আগাম বলে দেওয়া যায়। যেগুলো হবেই। যেমন এই প্রথম বিধানসভায় পদ্মফুল ফুটবে। কম করে ২টি, অটলজীর কথায়-কমল খিলেগী। এম.এল.এ হয়ে ঢুকবে ছত্রধর মাহাতো। তাঁর যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, মমতা মুখ্যমন্ত্রী হলে তো মামলাই থাকবে না। বুদ্ধবাবুর প্রত্যাবর্তন করলে কি হবে বলা যাবে না। তবে আদালতে মাহাতো ন্যায় বিচার প্রার্থী হবেন। বিধানসভায় ঢুকে যাবেন সদলবলে বিমল গুরুং। পাহাড় চায়বে গোর্খাল্যাণ্ড। বুদ্ধবাবুরা বলবেন ভাঙ্গতে দেব না মাদারল্যাণ্ড। মমতারা বলবেন দুটোই চলুক, বাঁচুক আমার ঘাসফুলল্যাণ্ড। মমতার চোখের বালি হলেও এমন ২/৪ ঢুকবেন যারা না ট্রেজারী না বিরোধী। না স্বর্গে না পাতালে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলবেন এঁরা। যাদের মধ্যে অবশ্যই নাম করা যায় - রাম পেয়ারী রাম এবং হয়তো বা খালেক ও রায়গঞ্জের চিত্তরঞ্জন রায়। মমতারা এলে কংগ্রেস থেকে মন্ত্রী হবেন যারা তাদের মধ্যে আছেন প্রণবপুত্র অভিজিৎ। মান্নান পুত্র সৌমিক। সুব্রত সাহার ফল যদি ভালো হয়ে যায় (মোমবাতি না নিভে থাকলে যা হবার নয়) তারও একটা ভালো স্থান হবে। আর বুদ্ধবাবুরা এলে আমাদের ভট্টাচার্য বৌদি জঙ্গিপুরের জন্যে আনবেন সুখবর। সুব্রত সাহা ফেল করলেও দিদি এলে থাকবেন মন্ত্রী-সম। তৃণমূলের মোড়কে দুই মেদিনীপুর থেকে এমনকিছু ব্যক্তি এবার এম.এল.এ. হয়ে আসছেন যারা মাওবাদীদেরই পূর্ণ সমর্থক। এরা সমস্ত বন্দীর মুক্তি ও বেকসুর খালাস দাবী করে বিধানসভা গরম করে যাবেন যেই মুখ্যমন্ত্রী হোন না কেন। চিদম্বরম চরম চমকে যাবেন যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কালো তালিকাভুক্ত হার্ডকোর সন্ত্রাসবাদীদেরকে শরিকদলেরই রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তর ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা নেবে। আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেবে। বড়ই অস্থির হবে বিধানসভা। মমতার বিরোধীতা বামফ্রন্ট যা করবে, তার ডবল করবে নিজের ফ্রন্টের লোকেরা। বুদ্ধবাবুরা এলে শক্তিশালী মমতার জোট কাজ করতেই দেবেনা, স্বপ্নভঙ্গে হতাশায় অমানবিক কাজ করবে। ক্ষেপে গিয়ে বিষ্টা মাখামাখি চলবে। প্রচণ্ড বিতর্ক, যা রুচির বাইরে চলে যাবে ঐতিহাসিক ঐ বিধানসভায়। সেখানে খেউরে গান চলবে নিতি নিতি। কোনও পক্ষ 'জনসেবা'র সুযোগ অন্যকে কিছুতেই ছাড়তে চায়বে না। অর্থমন্ত্রী প্রণববাবু হাজার কোটির রেশন দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাবেন, তবু পুত্র মন্ত্রী হওয়ায় ঘুষ খুড়ি কেন্দ্রীয় সাহায্য কিছুদিন চালানো হবে। মাঝ থেকে কেন্দ্র দাম বাড়াবে পেট্রপণ্যের। মহার্ঘ হবে আরো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এন.ডি.এ. যে কারণে চলে গেছিল তার দশ গুণ ছাড়িয়ে যাবে ইউ.পি.এ. সামনের ৫/৬ সপ্তাহে। এব্যাপারেও জেরবার হবে মমতা। জঙ্গলমহল হবে গোদের উপর বিষফোঁড়া। তাই, সরকারে যারাই আসুক গিরগিটিদের দলে শিগ্রি ভিড়ে গিয়ে চিৎকার করা আর আবির মাখাই ভালো। যে আসবি সেই আমার। এইবেলা এক প্যাকেট লাল এক প্যাকেট সবুজ আবির কিনে রাখি।

দৃষ্টিকোণ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দূর থেকে জলে ডোবানো কাঠিকে বাঁকা মনে হয়। এটি বস্তুর যথাযথ রূপ নয়। অবভাস অবভাষ। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে কাঠিটি সোজা। এটি আসল রূপ। দর্শনে বলা হয় 'প্রত্যক্ষ' করা। ভিতরে তাকানো অর্থাৎ উপলব্ধি করাই দর্শন। তা জীবনদর্শন হোক আর সমাজদর্শনই হোক। সব ক্ষেত্রেই দৃষ্টিকোণ বা 'Outlook' এর ওপর নির্ভর করে বোধের গভীরতা। এখানে বোধের ব্যপ্তির ক্ষেত্রে বয়স, শিক্ষা, উপাধি গৌণ। 'প্রকাশই' – বোধের মাধ্যম। দৃষ্টিভঙ্গি হল এর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য। ফলে যে যেমন, যেখান থেকে উঠে এসেছে তায় তার প্রকাশের ও ভাবনার ভঙ্গি হবে। অর্থাৎ রূপ নেবে। "Eassy is the word of cassiest himself" লেখকের ভাবনার প্রকাশই ঘটে তাঁর লেখায়। একটা চিঠি পড়ে বোঝা যায় সে ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার, অথবা কোন্ পেশার সঙ্গে যুক্ত। শব্দগুলো অবচেতন মন থেকে শিক্ষা, সংস্কার ও গভীরতা ছুঁয়ে দুমদাম করে বেরিয়ে পড়ে। সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের মানুষ হলে তার ভাবনার প্রকাশ তেমনি হবে। 'বিদ্যা' – এজন্যই দু'ভাগে বিভক্ত। পরা ও অপরাবিদ্যা। স্তর আর শ্রেণীতে পার্থক্যটা সুক্ষ্ম। শ্রেণী নিয়েই সবাই ব্যস্ত থাকেন। স্তরে আসেন 'দু' একজন। স্তরের কথায় মহাভারতের যুগের একটি ঘটনা পাঠকের স্মরণে নিয়ে আসতে চায়। পরীক্ষিতের রাজসভায় ভাগবৎ পাঠের আসর বসেছে। দেশ-বিদেশ থেকে জ্ঞানী, গুণী, মুনি ঋষি আসছেন। এসেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। তাঁর সম্বন্ধে সবাই বিদিত আছেন। "ভারতের সমস্ত শাস্ত্র ব্যাসের উচ্ছিষ্ট" বলে একটি কথা প্রচলিত ছিল। অভ্যর্থনার সময় দেখা গেল, ব্যাসদেব সবার সঙ্গে এক সারিতে নিচে বসে আছেন। আর মঞ্চে সিংহাসনে উপবিষ্ট পুত্র শুকদেব। ব্যাসদেব লজ্জিত ; ব্যথিত। ব্যাখ্যাকর্তা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তুলে ধরছেন সেই (শেষ পাতায়)

শিল্পীরা মানুষের কথা বলুন

(২য় পাতার পর)

বিতর্ক চলছে। এবারে নির্বাচনে দেখলাম, প্রায় সমস্ত সৃষ্টিশীল মানুষেরাই শাসকদল ও বিরোধীদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন।

প্রতিটি মানুষেরই, তা তিনি যত বড়ই শিল্পী হোন, একটি সামাজিক সত্তা থাকে। এই পর্যায়ে তিনি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র কিছু নন। এই পর্যায়েই থাকে ছোট ছোট স্বার্থ, প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি অভিঘাত। আর শুনতে খারাপ লাগলেও একথা সত্যি যে মূলতঃ এই স্তর থেকেই গড়ে ওঠে মানুষের রাজনৈতিক সত্তা। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তো হতেই পারে, আমাদের দুর্ভাগ্য – শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও এর ব্যতিক্রম নন। যেমন একজন গ্রামের গরীব মানুষের রাজনৈতিক সত্তা তৈরি হয় দু'কেজি চাল, দু'খানা কম্বল, ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে তৈরি পাড়া-পর্যায়ের গোষ্ঠীতন্ত্র আর বার্ধক্যভাতার কটা টাকার পাওয়া-না-পাওয়ার টানাপোড়েনে। টুজি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ দুর্নীতি, পরমাণু-চুক্তির মত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের সামাজিক জীবনেও থাকে তেমনি কিছু পাওয়া-না-পাওয়ার সন্তুষ্টি-সংক্ষোভ। সরকারি খেতাব, খাতির, প্রচার, অর্থানুকূল্য, পুরস্কার, তিরস্কার, ঔদাসীন্য – এসব নিয়েই শিল্পীর সামাজিক সত্তা। আর এই সামাজিক সত্তাই কখন অজান্তে গড়ে দেয় তার রাজনৈতিক সত্তাকে। আমরা সবাই চাই প্রচার আর স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমাদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক সত্তা প্রথমে আহত পরে প্রতিবাদী হয়, আবার এর বিপরীত বিষয়ও ঘটে। ফলে যে-উচ্চতা থেকে তাঁর সমকালকে দেখা উচিত ছিল (যেখান থেকে তাঁর শিল্প সৃষ্টি হয়), সেখান থেকে তিনি চলমান জীবনকে দেখতে চান না (বা পারেন না) বলেই তাঁরা শেষপর্যন্ত মহান শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়েও একচক্ষু হরিণ হয়ে যান। এর ফলে ক্ষতি হয় আমাদের মত সাধারণ মানুষদের তথা সমগ্র দেশের ও সমাজের – যাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতালোভী প্রচারের উচ্চকিত ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত হয়ে 'সত্যের মুখ' হাতড়ে বেড়াই। শিল্পীরা যেহেতু তাৎক্ষণিকতার উর্ধ্বে উঠে 'আবহমানের বাণী' শোনান আমাদের, আমরা তাই দুর্দিনে দুঃসময়ে তাঁদের কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ থাকি। কিন্তু যখন তাঁদের মুখে দেখি আমাদেরই মুখের প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি, তখন আহত হই। আবার কখনও কখনও মহান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের 'স্বদলভুক্ত' দেখে আমাদের রাজনৈতিক সত্তা পরম পরিতৃপ্তি বোধ করে, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও মজবুত করি। ভুল সংশোধনের আর কোন সুযোগই থাকে না। কেন না, আপামর জনগণ – আমরা যেন ধরেই নিই – শিল্পী-সাহিত্যিকরাই আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান যাচাইয়ের নির্ভুল মানদণ্ড। এতখানি অধিকার ও ক্ষমতা আমরা যাঁদের উপর ন্যস্ত করেছি, তাঁরা নিজেদের তার উপযুক্ত করে তুলুন। আপনারা 'দলের কথা' নয়, স্ব স্ব শিল্পক্ষেত্রে চিৎকার করে 'মানুষের কথা' বলুন।

মাননীয় গুণীজন, আপনারা আপনাদের সামাজিক সত্তা থেকে আরেকটু উপরে উঠুন না, যেখানে আপনাদের 'গোপন বিজন' শিল্পীসত্তা ঘুমিয়ে আছে। এই সংকটে 'সমস্বরে' সেখান থেকে কিছু বলুন – আমরা তাকেই শিরোধার্য করব।

দৃষ্টিকোণ

(৩য় পাতার পর)

সময়কার পণ্ডিতদের সূক্ষ্ম বিচারের কথা। বলছেন, ব্যাসের প্রকাশ্যে রমণী, যুবতী, বৃদ্ধা, কুমারী আছে। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি আছে। শুকদেব হলেন সূক্ষ্মস্তরে উপলব্ধ জড়বৎ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানের গভীরে উপনীত। তাঁর জ্ঞানে 'মানুষ' শ্রেষ্ঠ। এর আর বিন্যাসের প্রয়োজন নেই। এই জায়গাটাই হল স্তর। হিমালয়ের ওপর থেকে নিচে তাকালে যেমন সমস্ত শৃঙ্গই সমান মনে হয়, তেমনি মনের জানালা খুলে দিলে সবাই 'মানুষ' মনে হবে। উঠতে হবে উপলব্ধির উর্ধ্বে মাত্র। এজন্যই পৃথিবীর সবদেশের মানুষকে দেখে মানুষ বলো 'বাঁদর' বলো না। অর্থাৎ 'মনুষ্যত্ব' গুণের সামান্যকরণের ফলমাত্র এই দেখা। 'মানুষ' নিয়ে মজার কথা মনে পড়ে গেল। সাংবাদিকতার শুরুর দিনে এক বন্ধু সাংবাদিক সৌম্যের কথায় হঠাৎ পত্রিকা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, দেখেছিস কবিতার নাম 'মাংসলতা।' কফি হাউসের দোতলায় উঠে ব্ল্যাক কফির অর্ডার দিয়ে বক্‌বক করতে লাগল। কবি সব জায়গায় মানুষকে ছাগল বলেছে। আমার আর এক দিদি সাংবাদিক সফিউনন্নেশা বললেন মজার কথা। "লোকটার মানে কবির মনে ছাগল ঢুকে গেছে। শিক্ষা ওর মনে No Entry Zone তৈরী করতে পারেনি। আসলে লোকটাই ছাতাল, মানুষ নয়।" আমি তো হেসেই খুন ওদের কথাবার্তায়। তারপর সৌম্য উত্তরে বলল, "আসলে সফিদি আয়নাটা যে যার নিজের সামনে ধরলে চেহারাটা আসে। কিন্তু সে মন বুঝতে পারে না।' সফিদি সোজাসুজি বললেন, "আসলে যে কবিতা লেখে সে তার সমালোচনা করতে পারে কি ? অর্থাৎ বিভিন্নজনের দৃষ্টিকোণে সমালোচিত বস্তুটিই হল সার পদার্থ অতএব ছাগলপর্বের সমাপ্তি। কথাগুলো বা ঘটনাগুলো মজার অথচ গভীর উপলব্ধির। এভাবে প্রথম ভাবতে শিখি সফিদির কাছে। আমরা সবার দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণযোগ্যতার কথা বলি। সমষ্টি অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে কবিতাপাঠের আসর করি। কিন্তু মজার ব্যাপার নিজের কবিতা যত মনযোগ দিয়ে পাঠ করি, অন্যেরটা তত মনযোগ দিয়ে শুনি না। তবে শুনলে বা দেখলে নিজের ডাইমেনসেনটা সমৃদ্ধ হবে। জয় বা সুনীল কবি। অদ্ভুত তাঁদের প্রকাশ। এক একটা লাইন এক, একটা ব্যানার – "আত্মীয়, আত্মীয় না ছাই"। কবির চোখ, শিল্পীর চোখ, জ্ঞানীর চোখ আর ভালো মানুষের চোখে কোন পার্থক্য নেই। শিল্প শিল্পের জন্য, "Art for arts sake". একটা দোকানের সাইনবোর্ড লেখার আগে সাদা অবস্থায় আছে। একজন শিল্পী রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ঐ সাইনবোর্ড দেখে ভাবছে – এই ভাবে সাইনবোর্ডটা লিখলে দারুণ হ'ত। হঠাৎ একদিন যেতে যেতে দেখল সে যেমনভাবে ভেবেছে, সেইভাবেই অন্য কোন শিল্পী ওটা লিখেছে। এটাই হল স্তর। স্তরে সবই এক। সব বড় মানুষের ভাবনা প্রায় এক হয়। কথাটা স্তরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শ্রেণীর চোখে বিভেদ সত্য। কারণ সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে যা সত্য – মাধ্যমিক স্তরে তা সত্য নয়। ফলে সব ঠিক, ঠিক নয়। সব কথা লেখা নয়, সব বলা গান নয়। যাতে প্রাণ থাকে তাই লেখা বা গান। অর্থাৎ বই পড়ে, লেখা, নিজের মতোন করে লেখা। সেটা এক পেশে হবে। সব মানুষের কথা শুনে, তা মনে রেখে লিখলে দৃষ্টিকোণ পাল্টে যাবে, ডাইমেনশনটা বড় হবে। উৎপল দত্ত বলেছিলেন "পকেটে ছোট ডাইরী নিয়ে ঘুরে বেড়াই। মুঠে, মজদুর, ট্যাক্সিওয়ালাদের কথা টুকে রাখি, নাটকের সংলাপে তা ব্যবহার করি। বাবুঘাটে ট্রাক ড্রাইভার স্নান করতে গিয়ে আগের জনের খুলে রাখা সোনার আংটি পায়। তার মনে পড়ে সোনার আংটি খুলে হাতে গঙ্গামৃত্তিকা ঘষছিল আগের লোকটির কথা। এদিকে আংটির মালিক হন্তদন্ত হয়ে এসে আংটির কথা বলার আগেই ট্রাকড্রাইভার আংটিটি ঐ বাবুর হাতে দেয়। বাবু বলে, "এখনও দেশে লোক আছে!" উত্তরে ট্রাকড্রাইভার বলে "মানুষ তো !" মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ। আত্মবিশ্বাস নষ্ট হলে তবেই মানুষের ওপর বিশ্বাস হারায়।

পরলোকগমন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের লক্ষ্মীনারায়ণ আগরওয়ালা (৬৭) গত ১মে '১১ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে মারা যান। তিনি ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তার মৃত্যুতে বিড়ি শিল্পে শোকের ছায়া নেমে আসে। জিৎ বিড়ির পরিচালক বাবর বিশ্বাস বলেন, বিড়ি শিল্পের একজন অভিজ্ঞ মানুষ চলে গেলেন।

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

"দুনিয়া" প্রকাশের মুখে

যোগাযোগ – ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

মিড-ডে মিল নিয়ে স্কুলগুলোর জোচ্চারি বন্ধে

(১ম পাতার পর)

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী সরবরাহেও বিশাল অর্থ দেয়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, রাজ্যের ১৮ জন জেলা শাসক, সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা অধিকর্তা, কলকাতার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ চেয়ারম্যান, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত কার্য্যানির্বাহী আধিকারিক এবং রান্না খাবার সরবরাহের নোভাল অফিসারদের চিঠি দিয়ে স্কুলগুলিকে শর্তসাপেক্ষে সর্বশিক্ষার টাকা বরাদ্দের নির্দেশ দিয়েছেন সি.ডি. লামা। আরো জানা যায়, ছোট ছোট পড়ুয়াদের স্কুলে ধরে রাখতে নিয়মিত মিড-ডে মিল দেয়া জরুরী। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টও নির্দেশ দিয়েছে এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে রূপায়ণ করতে। গরীব ও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের শিশুরা বহু জায়গায় মিড-ডে মিলের জন্যই স্কুলে আসে। এই প্রকল্প চালু রাখতে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি বাধ্য। কিন্তু সেখানেও মিড-ডে মিল নিয়ে নানা অনিয়ম ও জটিলতা চলছে। কিন্তু এসব আর বরদাস্ত করা যাবে না। অজুহাত ও গাফিলতিতে কোন স্কুল পড়ুয়াকে মিড-ডে মিল না দিলে সেই সব স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমনকি শো-কজ করে স্কুলকে দেয়া সমস্ত টাকা ফেরত নেয়া হবে। ছোটেন ডি. লামা আরো জানান, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলকে পরিকাঠামো ছাড়াও সর্বশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতন খাতেও প্রচুর টাকা দেয়া হয়। গত বছর রাজ্যকে এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকার ৪,৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এবার সেটা বেড়ে ৯ হাজার কোটি হয়েছে।

গ্রামে শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ ক্যাম্প

(১ম পাতার পর)

বলে খবর। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা আশা করছেন।

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে **"স্বর্ণালী পার্লসের"** *মুক্তোর গহনা।*

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।

শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088

PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।